নকল রাজা

সার্কিট হাউসে পৌঁছেই দড়াম করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল বরদাকান্ত। ওফ্, বুকটা এখনও ঠকঠক করছে। আর একটু হলেই খ্যাপা পাবলিকের হাতে জোর গোবেড়েন খেতে হত আজ। ভাগ্যিস সেলিম বুদ্ধি করে ছুটিয়ে দিয়েছিল গাড়িটা!

তলপেটে গভীর নিম্নচাপ। হাঁচোর পাঁচোর করে বরদাকান্ত টয়লেটে ঢুকল, মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসে গড়িয়ে পড়েছে বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে লো ইংলিশ কটের খোঁদলে ডুস করে ডুবে গেল শরীর। সর্বাঙ্গ এলিয়ে আসছে। মাথার ভেতর একটানা ডোরবেলের শব্দ। রাতেও ভাল ঘুম হয়নি। একে কড়া অম্বলের জ্বলুনি, তার সঙ্গে হাজারো দুশ্চিন্তা। কাক ডাকার আগেই বিছানা ছাড়তে হয়েছে, তার ওপর এই টানা ৬ ঘণ্টার সফর। এবং তুলকালাম। দেহ আর কত নিতে পারে?

নরম বিছানায় জ্যান্ত পাশবালিশটি হয়ে খানিক গড়াগড়ি খেল বরদাকান্ত। মখমল মোড়া গদির ওপর তুলতুলে পালকের বালিশ, এসি মেশিন ঠাণ্ডা বাতাস ছড়াচ্ছে ঘরময়, এখন ঘুম চাই। একটু ঘুম। শান্তির ঘুম।

সত্যি, কপালজোরে ফাঁড়াটা কাটল আজ। খাসি পাড়া ছেড়ে গাড়ি

সবে সং-এর বাজারে ঢুকছে, দ্যাখ না দ্যাখ শ'দেড়েক মানুষ উড়ে এল গাড়ির সামনে। ব্যাস্, গোটা কনভয় পলকে স্ট্যাচু। কানের পাশে কী কান ফাটানো চেল্লানি, বাপ্‌স! হট্টগোলে একটি শব্দও পরিষ্কার বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে স্প্লিনটারের মতো টুকরো টুকরো ধ্বনি শুধু ছিটকে আসে— চাই!...হবে।...দাও! দুমদাম হাত-পা ছুঁড়ছে পাবলিক, পারলে বুঝি গাড়িটাকেই ভেঙে দেয়, গুঁড়িয়ে দেয়! সরখেল আর পাহাড়ি অবশ্য যথেষ্ট ঝানু মাল, মন্ত্রীটন্ত্রিদের পাহারাদারি করে করে হাড় পাকিয়ে ফেলেছে। আগেই আন্দাজ করে গাড়ির কাচ তুলে দিয়েছিল তারা। তাতেও বেসামাল দশা। চাকভাঙা বোলতা যেন পিলপিল করছে চারদিকে। ভাগ্য ভাল, গোটা পুলিশফোর্স এসে গেল সময় মতো। বরদাকান্ত তখন দরদরিয়ে ঘামছে। ক'দিন আগে অগ্নিপন্থীদের সঙ্গে নৈঋতপন্থীদের জোর লড়াই হয়ে গেছে এ অঞ্চলে। জখম গোটা পঞ্চাশ, মারা গেছে তিনজন। তার মধ্যে একটা আবার মহিলা। রাতভর যুদ্ধে গোটা এলাকা তছনছ। ঘটনাটা মোটামুটি জানাই ছিল বরদাকান্তর, কিন্তু ঝড়ের মুখে পড়ে মনের সব জোর পলকে খতম। গাড়িতে বসে উৎসর্গীকৃত ছাগলের মতো কাঁপতে কাঁপতে সে শুধু আড়চোখে দেখেছিল ওদিকের কোনাকুনি রাস্তাখানা ধরে কালো বুলেটপ্রুফ গাড়িটা বেরিয়ে গেল সাঁ-সাঁ। মহামন্ত্রীকে নিয়ে অতঃপর নিজের গাড়ির নাকে লটকানো জাতীয় পতাকার দিকে ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে থাকা ছাড়া বরদাকান্তর তখন আর উপায় কী!

মহামন্ত্রী পার হয়ে যেতেই আর এক দৃশ্য। সরখেল আর পাহাড়ি সামনের সিটে ঠুঁটো জগন্নাথটি হয়ে বসে ছিল এতক্ষণ, অকস্মাৎ নড়ে উঠেছে দুজনে। গাড়ি থেকে নেমে দুই মূর্তি হাত মুখ নেড়ে কী বলল, কে জানে, কিন্তু পাবলিক আরও মারমুখী সহসা। তাদের সেই এক দাবি, মন্ত্রীমশাইকে নামতেই হবে গাড়ি থেকে। এবং সেদিনের ঘটনাটির কী ব্যবস্থা নেওয়া হল, জানাতে হবে তাদের। বোঝো ঠেলা! বরদাকান্তর হাত পা তখন পেটের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছে শামুকের মতো। হৃৎপিণ্ডে নেহাই-এর ঘা। গাকহুলীতে গুড়গুড় গুড়গুড়। আপন মনে গাল পাড়ছে নিজেকে। শালা রাজা সাজার শখ। নাও, এখন ম্যাও সামলাও।

পুলিশ অবশ্য সময় নষ্ট করেনি বেশি। প্রগতিশীল ডান্ডা চালিয়ে মুহূর্তে সাফ করে দিয়েছিল সামনেটা। মাখন মাখানো লাঠির ঘায়ে কুচো চিংড়ির মতো লাফাচ্ছিল লোকগুলো। তখন সেলিমকে আর পায় কে, ঝটাক্‌সে হাঁকিয়ে দিল গাড়ি।

বরদাকান্ত পাশ ফিরল। কত কিছুই ঘটে যেতে পারত আজ। পাবলিক ধরে ছেঁচতে পারত তাকে। চামড়া ছাড়িয়ে নিতে পারত। নিদেনপক্ষে কিল চড় লাথি ঘুষি মেরে সুখ তো করে নিতে পারত হাত পায়ের। থান ইট মেরে কাচ ভেঙে ফেলাও তো মোটেই অসম্ভব ছিল না। নাহ্, এবার জেনে নিতে হবে তার গাড়িটা কতটা মজবুত। আজকাল সাঁইসুঁই গুলি চালায় লোকজন, কাচগুলো বুলেটপ্রুফ তো? অবশ্য না হলেই বা বরদাকান্তর কী করার আছে? তার তো আর হুকুমজারি করার ক্ষমতা নেই, ওহে এবার আমাকেও বুলেটপ্রুফ করে দাও! শুনলে রক্ষাসচিব হয়তো খ্যাঁক খ্যাঁক হাসবে, মাস গেলে ফোকটে এতগুলো টাকা পাচ্ছেন, সঙ্গে এট্‌সেট্রা এট্‌সেট্রা...! শহিদ হওয়ার জন্যই না এ চাকরিতে এসেছেন! না পোষালে যান, আবার যাত্রাদলের রাবণ সাজুন গিয়ে!

বাড়িতে সুভদ্রাও প্রায় এক সুরে গান গায়। মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, তুমি বড় আজুলি আছ বাপু। অত ভয় পেয়ে চলে নাকি? ফোকটে আরামটাও কত পাচ্ছ বলো তো?

—তা পাচ্ছি। তবে যে কোনওদিন ফৌতও হয়ে যেতে পারি।

—বালাই ষাট। তুমি মরবে কোন দুঃখে? মরলে মরুক বগলাচরণ! কিংবা নুটুবিহারী। মা রক্ষাকালী তোমায় ঠিক বাঁচিয়ে রাখবেন, দেখো। কিংবা মার্কসবাবা, গান্ধিবাবা।

—বাহ্, এই নাহুলে মেয়েমানুষের হৃদয়! বগলা আর নুটুর বুঝি প্রাণের দাম নেই?

—না। নেই। মনে রাখবে, এ পৃথিবীতে নিজের ছাড়া আর কারুর প্রাণের দাম নেই। মুখে আজকাল খই ফোটে সুভদ্রার। অবলীলায় বলে,— কপালগুণে মহামন্ত্রীর নকল সাজার সুযোগ পেয়েছ, মরার কথা না ভেবে বউ ছেলের জন্য সুখটুকু কুড়িয়ে নাও। তাছাড়া দেশের দশের স্বার্থে মহামন্ত্রীকে

রক্ষা করা তোমার একটা কর্তব্যও তো বটে। দেশের নেতা আগে? না তুমি?

বরদাকান্ত ভেবে পায় না, সুভদ্রার মনে কবে থেকে এমন দেশপ্রেম চাগিয়ে উঠল। মহাসতী অপেরায় তার পাশে মন্দোদরী সাজত সুভদ্রা, কখনও বা দুখিনী সীতা, কিংবা কোনও এক পতিপ্রাণা গাঁয়ের বধূ। শহুরে যাত্রাদল তো নয়, দুজনে মিলে কোনক্রমে অন্নসংস্থান করত। ছেঁড়াকাটা সংসার চলত তাপ্পি মেরে মেরে। এখন সাড়ে চার হাজারি সাজানো ফ্ল্যাটে তাদের বাস। কথায় কথায় ট্যাক্সি, নিউমার্কেট, শপিং মল, দামি দামি জামা জুতো, শাড়ি গয়না। হাতে সেলফোন নিয়ে সুভদ্রা যখন রাস্তা দিয়ে সেজেগুজে হাঁটে, দেখে অন্য কারুর বউ বলে ভ্রম হয়। শিক্ষাসচিবের কলমের এক গুঁতোয় সাহেবি কেতার স্কুলে ভর্তি হয়ে গেল ভাস্তু, হ্যাম পুডিং পিজা বারগার ছাড়া ভেতো খানা আর মুখে তোলে না বাবু। তা এত স্বাচ্ছন্দ্য, এই বিলাস কি শুধু প্রাণের ভয়ে ছেড়ে দেওয়া যায়?

বরদাকান্ত উঠে বসল। নাহ্, বিশ্রাম হবে না, মাথাটা গজগজ করছে। সরকারের কাছে আগেই খবর ছিল মহামন্ত্রী ঘেরাও হবেন আজ, কুটকামেলাও হতে পারে। তাই তো মাঝরাতে ফোন করে তড়িঘড়ি তৈরি হতে বলা হল বরদাকান্তকে। এরকমই দুমদাম নির্দেশ আসে। বগলাচরণ আর নুটুবিহারীকেও জিজ্ঞেস করে দেখেছে, তাদেরও আগেভাগে কিছু জানানো হয় না। কার কখন ডাক আসবে জানে না কেউই। একটু আগেই বরদাকান্ত যেমন খবর পেল, নুটুবিহারী হেলিকপ্টারে উড়ে আসছে। এখানে। এই সার্কিটহাউসে। বিকেল চারটেয় কাদাভাঙা মাঠে মহামন্ত্রীর জনসভা, সার্কিটহাউস থেকে মিটিং অবধি পথটুকু নুটুই হাত নাড়তে নাড়তে যাবে। খোলা জিপে দাঁড়িয়ে থাকবে, যেমন মহামন্ত্রী থাকতে চান সবসময়ে। জনতার উদ্দেশে হাত দোলাবে ক্রমাগত, আর ছুড়ে ছুড়ে দেবে হাসি। সরখেল আর পাহাড়ি নিয়মমতোই থাকবে পাশে। সজাগ হয়ে। ওই পথটুকু পার হওয়াতেই নাকি আজ ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। ওদিকে ঈশানপন্থীদের বেজায় দাপট, কোথা থেকে যে কে কী ঝেড়ে দেয়! টেলিস্কোপিক এ-কে ফরটিসেভেন তো এখন ঘরে ঘরে। বক্তৃতামঞ্চের মাঝখানে তিনদিক ঘেরা বুলেটপ্রুফ কাচের পোডিয়াম বানানো হয়েছে, সেখানে মহামন্ত্রীর গায়ে আঁচড়

পড়ার আশংকা নেই। জিপ থেকে নামার পর টুপ করে হয়ে যাবে বদলাবদলিটা। মিশমিশে কালো গাড়িটায় সেঁধিয়ে যাবে নুটুবিহারী, আর উল্টোদিকের দরজা দিয়ে নেমে পড়বেন মহামন্ত্রী। অবিকল নুটুর মতোই ঠোঁটে অমায়িক হাসি ঝুলিয়ে। হাতে নমস্কারের মুদ্রা সমেত। কেউ ধরতেও পারবে না। নুটুবিহারীকে নিয়ে গাড়ি নিঃশব্দে চলে আসবে সার্কিট হাউসে।

ডোরবেল বাজছে। বরদাকান্ত উঠে দাঁড়াল।

—লান্চ দিতে বলব স্যার?

—আধ ঘণ্টা পর। নিজেকে মহামন্ত্রীতে ফিরিয়ে আনল বরদাকান্ত।

সিকিউরিটির লোকটা লম্বা সেলাম ঠুকল। দরজার ওপাশে আরও দুজন নিরাপত্তাকর্মী বসে, মুখের গদগদ ভাব দেখে মনে হয় না ও ব্যাটারাও কিছু জানে। জানার কথাও নয়। ডামি সংক্রান্ত ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর গোপনীয়। হাজার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রিহার্সাল আর বন্ড সই করার পর বরদাকান্তদেরও এই চাকরিতে আসা। বেফাঁস হওয়ার উপায় নেই কোথাও। কোনোখানেই।

দরজা বন্ধ করতে না করতেই আবার ঘণ্টি। বরদাকান্ত টান টান হয়ে দাঁড়াল। একটু আগের ভাবনা ভয় সব কেটে গেছে, সে এখন সত্যি সত্যিই মহামন্ত্রীর ভূমিকায়। মাঝে মাঝে এই রাজা সাজার ব্যাপারটা কেন যে এত গৌরবের মনে হয়?

—স্যার, এখানকার কিছু লোকাল নেতা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বরদাকান্তর বুক ফের ঢিপঢিপ করে উঠল। এরকম তো হওয়ার কথা নয়। আসল মহামন্ত্রী তো পৌঁছে গেছেন বহুক্ষণ, কার সঙ্গে কী প্রোগ্রাম সব আগে থেকে তৈরিও আছে, সেক্রেটারি স্বয়ং সেগুলোর দেখাশুনো করছে, নেতাই হোক কি জনতা, বরদাকান্তর কাছে আসে কী করে?

ঝটপট উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগাল বরদাকান্ত। মুখে এক পোঁচ গাম্ভীর্য টেনে বলল,—সরি। ওদের বলুন আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। তাছাড়া আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা না থাকলে...

—স্যার, ওরা বলছে এখনই নাকি ওদের টাইম দেওয়া হয়েছে।

কী আশ্চর্য, টাইম পেয়ে থাকলে আসল মানুষটির কাছে যাক,

বরদাকান্তকে গাড্ডায় ফেলা কেন:

গলা আরও ভারী করল বরদাকান্ত,—বলছি তো, এখন সম্ভব নয়। বলে দিন বিকেলে মিট করব। জনসভার পর।

—কিন্তু স্যার...

—ডোন্ট ডিস্টার্ব মি। গো অ্যান্ড কনসাল্ট মাই সেক্রেটারি।

নিরাপত্তা কর্মিটি ধমক খেয়ে বেরিয়ে যেতেই বরদাকান্তর ভুরু জড়ো। যত্ত সব উটকো বখেড়া। এসব মিটিং কী, ভালই জানা আছে বরদাকান্তর। মুখে বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব ফুটিয়ে টুপি দেওয়াও যে খুব কঠিন কাজ নয়, তাও সে জানে। তবু ঘাড় পেতে অতিরিক্ত দায়িত্ব সে নেবে কেন? যাক্, আপাতত ভাগানো গেছে। আশা করা যায় এখুনি এখুনি আর কেউ তাকে বিরক্ত করবে না।

সুসজ্জিত কামরার মানুষপ্রমাণ বেলজিয়াম আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বরদাকান্ত। কাচের ভেতরে মহামন্ত্রী। তার চোখে চোখ রেখে হাসল, সামান্য,—ঠিক আছে তো স্যার?

—শাবাশ। ভালই চালাচ্ছ। চালিয়ে যাও।

—মাঝে মাঝে বড্ড নার্ভাস লাগে স্যার। দিব্যি তাঁতি তাঁত বুনে যাচ্ছিল...

—ও কথা বোলো না। কখনও কখনও নিজেকে রাজা ভেবে তো আনন্দও পাও।

—তা ঠিক। তবে জানেন কি স্যার...

—কী?

—সবই ঠিক আছে। শুধু আপনার প্রাণটা যদি আমার ভেতর না রাখতেন...। নইলে আগের কাজের সঙ্গে এই চাকরির তেমন তফাত তো দেখি না। তখন ধড়াচুড়ো পরে রাবণ সাজতাম, এখন মাস্ক সাঁটিয়ে মহামন্ত্রী। কাজ তো দুটোই মোটামুটি এক।

—বাজে বোকো না। রাবণ সাজা আর মহামন্ত্রী সাজা কি এক হল?

—দোষ নেবেন না স্যার। আমার চোখে তো মাত্র একটা তফাতই ঠেকে। রাবণ সেজে পেটের ভাত জুটত না, আর এ লাইনে প্রচুর টাকাপয়সা, আরাম, ইজ্জত। শুধু ওই প্রাণভয়টুকুই যা...

—আহ্, শুধু প্রাণভয় আর প্রাণভয়। মজাটার কথাও ভাবো।

—ওই মজাটার কথা ভেবেই তো...। যেমন আমার রাবণের অ্যাক্টিং দেখে লোকে আমায় রাবণ ভাবত, তেমনি মহামন্ত্রী সেজেও তো...

—অ্যাই, তুমি আমায় বিদ্রূপ করছ নাকি?

—কী যে বলেন স্যার। বরদাকান্ত একহাত জিভ বার করল,—আমি আপনার অধীনের অধীন। আপনাকে ব্যঙ্গ করার মতো বুকের পাটা আমার কোথায়?

—হুম।

মহামন্ত্রী নিজের গালের চামড়া ধরে টানলেন একটু। চামড়া তো নয়, যেন, মেমসাহেবের স্টকিংস্। পাতলা ফিনফিনে খোলস ইলাস্টিকের মতো বেড়ে উঠেই টাই করে সেঁটে গেল গালে। বরদাকান্ত হো হো হেসে উঠল। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল শৌখিন শয্যায়।

ভুরিভাজ সেরে টুকুন বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল বরদাকান্ত, জাগল বিকেলের মুখে মুখে। নুটুবিহারীর ডাকাডাকিতে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বরদাকান্ত বলল,—কখন আসা হল?

—এই তো।

—আছেন কেমন?

—আর থাকা। নুটুর চোখ ছলছল করছে;

—বাড়িতে ঘোরতর অশান্তি চলছে মশাই। মেয়েটা একটা লক্কা পায়রার সঙ্গে ভেগে পড়বার তাল করেছে। ফিরে গিয়ে কী দেখব কে জানে। আদৌ ফিরব কিনা তাও তো বলা যায় না।

—আহা, বিচলিত হচ্ছেন কেন? বরদাকান্ত হাত রাখল নুটুবিহারীর কাঁধে,—মাত্র তো ঘণ্টাখানেকের ব্যাপার।

—বাইরে কী পোস্টার দেখলাম জানেন? মহামন্ত্রীর মুণ্ডু নিয়ে ওরা গেন্ডুয়া খেলতে চায়।

—আরে দূর, ও তো শুধু চমকানোর জন্য। আদতে এরা ওরা সবাই তো এক। আর ওরা যদি এরা হয়ে যায়, তাহলে দেখবেন এরাই তখন ওরা হয়ে গিয়ে একই পোস্টার মারছে। সত্যি সত্যি কেউই কারুর গায়ে হাত

দেবে না।...শুধু কমন পাবলিককে নিয়েই যা একটু ঝামেলা। ওরা তো ইমোশানে চলে, কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই। কমন পিপলকে একটু সামলে সুমলে চললেই...

—হুম। নুটুবিহারী ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল,—বুঝি তো সবই, তবু ভয়টা যে যায় না। সত্যিকারের মহামন্ত্রী হলে হয়তো...

আর কোনও কথা নেই। দুজনেই চুপচাপ মুখোমুখি বসে। নুটুবিহারী নাক টানছে মাঝে মাঝে। মিনিট কয়েক পরে আরও ভারী একটা নিঃশ্বাস ফেলে ব্রিফকেস খুলল। বের করছে ধবধবে ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবি। পোষাক বদলে চুলে দু-চারটে রূপোলি রেখা টানল তুলি দিয়ে। বরদাকান্তও হাতের চাপে টেনে টেনে খুলল রবারের মুখোশখানা, তুলে দিল নুটুবিহারীর হাতে। চার্জ মেকওভার টেকওভারের পালা শেষ।

ডোরবেলে ডিং ডং। দরজায় আবির্ভূত হয়েছে পাহাড়ি,—বাইরে কনভয় রেডি স্যার।

—আমিও রেডি। নুটুবিহারী বেরোতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ফ্যাকাশে মুখে তাকাল বরদাকান্তর দিকে। নীচু গলায় বলল,—আমার কিন্তু সত্যিই আজ খুব নার্ভাস লাগছে বরদাবাবু। দেখুন, হাঁটু দুটো কাঁপছে কেমন। ডান চোখ নাচছে।

বরদাকান্তরও চোখ কেঁপে উঠল,—আমাদের এখন আর পালাবার পথ নেই নুটুবাবু। যা হওয়ার হবে, মধুসূদনের নাম নিয়ে নেমে যান স্টেজে। বেশি বিপদ দেখলে না হয় মুখোশটা খুলে ফেলে দেবেন।

নুটুবিহারী ফ্যাল ফ্যাল তাকাল।

—আরে মশাই, ঠিকই বলছি। আমরা তবু মুখোশটা খুলতে পারি। বেচারা মহামন্ত্রীর কথা ভাবুন তো। তার তো মুখোশ খোলার সুযোগটাও নেই। সে নিজে মানুষটা কেমন, তাই হয়তো সে ভুলে গেছে।

নুটুবিহারী কি সান্ত্বনা পেল কোনও। বোঝা গেল না। করিডোর পেরিয়ে বাইরে যাওয়ার আগে ঘুরে তাকাল একবার।

বরদাকান্ত দূর থেকে হাত নাড়ল,—গুডবাই স্যার। ♣

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম মামার বাড়ি ভাগলপুরে, ২৫ পৌষ ১৩৫৬ (১০ জানুয়ারি ১৯৫০)। পিত্রালয় বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে দক্ষিণ কলকাতায়। এখনও দক্ষিণ কলকাতারই বাসিন্দা। কলেজে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে বিবাহিত জীবনের শুরু। আবার কলেজে পড়তে-পড়তেই চাকরিজীবনে প্রবেশ। বহু ধরনের বিচিত্র চাকরির পর এখন সরকারি অফিসার।

লেখালেখির শুরু সত্তর দশকের শেষ ভাগ থেকে। নারীদেরই একজন হয়ে তাদের নিজস্ব জগতের কথা, যন্ত্রণা, সমস্যা আর উপলব্ধির আলেখ্যই লিখতে আগ্রহী তিনি। এ যাবৎ প্রকাশিত তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কাছের মানুষ' বৃহত্তম। অন্যান্য উপন্যাস 'আমি রাইকিশোরী' 'যখন যুদ্ধ', 'কাচের দেওয়াল', 'ভাঙনকাল', 'হেমন্তের পাখি', 'গভীর অসুখ'। গল্পগ্রন্থ 'রূপকথার জন্ম' 'খাঁচা', 'ময়না তদন্ত', 'এই মায়া'।

পরিশ্রমী এই লেখিকা নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। 'দহন' উপন্যাসের জন্য কণটিকের শাশ্বতী সংস্থা থেকে পেয়েছেন 'নাগনাগড় থিরুমালাম্বা জাতীয় পুরস্কার ১৯৯৩'। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে আছে 'কথা পুরস্কার ১৯৯৭' 'ইন্দু বসু স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার

প্রচ্ছদ [] সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়